শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৪তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে

মিত্র চিত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি—

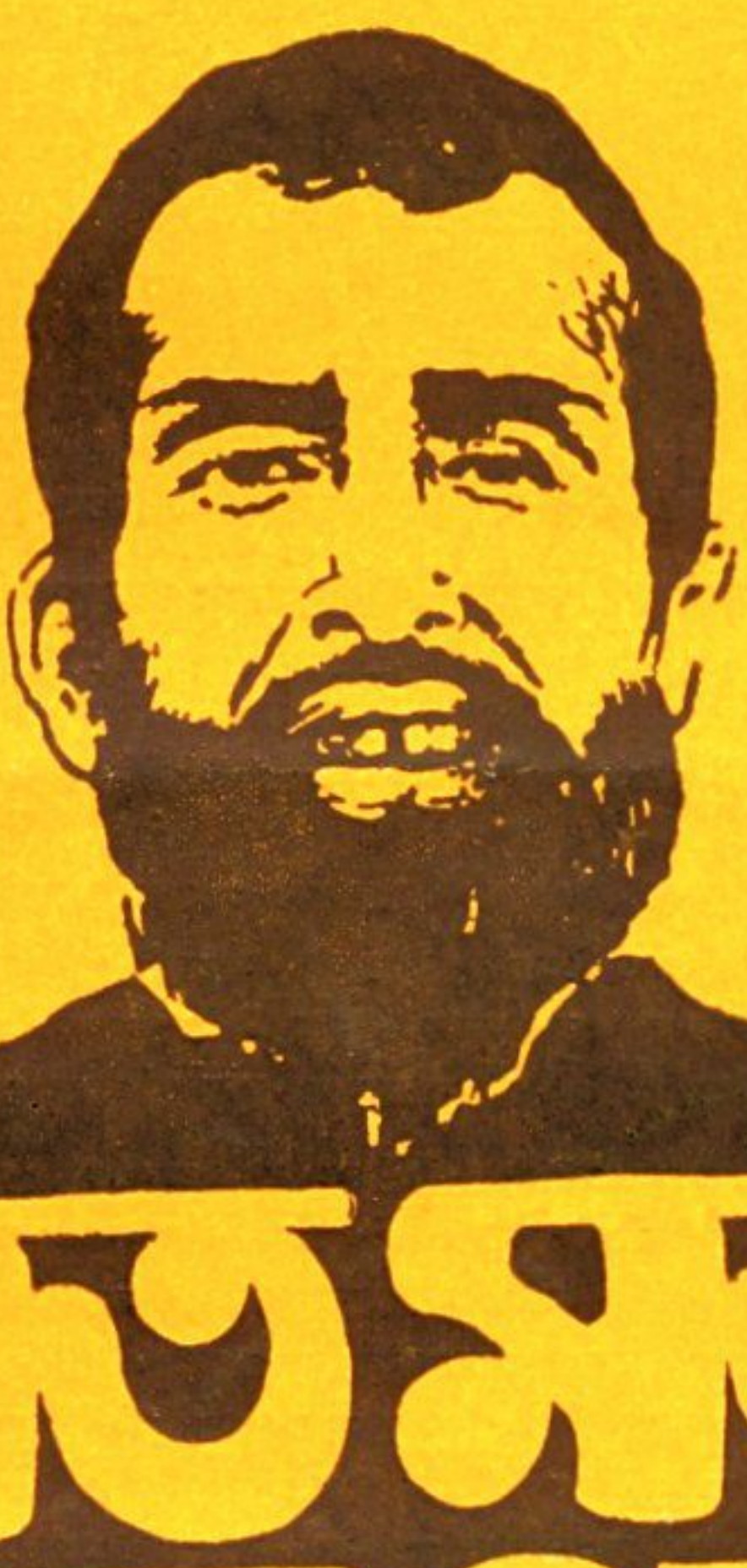

॥ প্রযোজনা ঃ শিশির মিত্র ॥

॥ পরিচালনা ঃ গুরু বাগচী ॥

॥ সঙ্গীত ঃ মানবেন্দ্র মুখার্জী ॥

শিশির মিত্র প্রযোজিত

মিত্রচিত্র'র সশ্রদ্ধ নিবেদন

কালী কৃষ্ণ খোদা যীশু এক

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন পর্ব)

পরিচালনা : **গুরু বাগচী** ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ॥

চিত্রনাট্য : **মণি বর্মা** ॥ স্তোত্র পাঠ : **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র** ॥

চিত্রগ্রহণ : **অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা** ॥ শব্দগ্রহণ : ইন্দু অধিকারী । সম্পাদনা : **কমল গাঙ্গুলী** ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুন : যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ শিল্পনির্দেশনা : **শ্যামল নন্দী** ॥ কর্মসচিব : কৈলাস বাগচী ॥ সহযোগী পরিচালনা : বুল্টু পালিত ॥ বাবস্থাপনা : বিধু দে ॥ রূপসজ্জা : সত্যেন ঘোষ ॥ সহযোগী প্রযোজক : সজল মিত্র ॥ দৃশ্যাঙ্কণ : বলরাম চ্যাটার্জী ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : **শক্তি নাগ** ॥

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : মৃণাল দাশগুপ্ত, দীপরঞ্জন বসু, অরুণ দাশগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণে : জনক ঘোষ, কেষ্ট মণ্ডল ॥ শব্দগ্রহণে : পাঁচু মণ্ডল, অজয় অধিকারী ॥ সম্পাদনায় : অনিল দাস, শ্যামল দাস ॥ সঙ্গীত গ্রহণে ও পুন : শব্দযোজনায় পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : দিলীপ রায় ॥ শিল্পনির্দেশনায় : শতদল সেনগুপ্ত ॥ বাবস্থাপনায় : পুলিন সামন্ত, পরেশ বসাক ॥ রূপ-সজ্জায় : সুব্রত সিন্‌হা ॥ সাজসজ্জায় : সৌমেন্দ্র নাথ কয়াল, "দি প্রিন্সেস" (যোধপুর পার্ক) ॥ কেশসজ্জায় : পিয়ার আলী ॥ মৃৎ-শিল্পে : জিতেন পাল ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও পিকস্ ॥ পরিচয়পত্র লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ পরিস্ফুটনে : বীরেন গুহ, রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার, ফণী সরকার, দিলীপ রায় ॥ আলোকসম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুবীর, অবনী, সুদর্শন, পরেশ, সুনীল, কৃষ্ণা ॥ দৃশ্যপটসংযোজনায় : সুধীন, কেবলরাম, ষষ্ঠী, ধুপনারায়ণ, রামধনি, কালিরাম, শিবরাজ, রাম রাউত, শান্তি, কান্তি, রমেশ ।

* ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও'তে চিত্রায়িত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ।

কণ্ঠসঙ্গীতে : **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বান্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, দীপঙ্কর শ্যামলাল, বিষাদবরণ, শঙ্কর, পূর্ণেন্দু ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।**

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : এম, জি, এণ্টার প্রাইজ. পি, কে, দাস (সলিসিটার) কে, কে, বড়াল (সলিসিটার) কাণ্টু গাঙ্গুলী, পানিহাটী গ্রামরক্ষী বাহিনী (ঘোষপাড়া) পরাশর গ্রামবাসীগণ, কানাই মোল্লার মসজিদ কর্তৃপক্ষ কলিকাতা সমাজসেবী ও সংস্কৃতি পরিষদ ।

* একমাত্র পরিবেশক : **বীণা ফিল্মস্ ডিষ্ট্রিবিউটরস** । *

কাহিনী

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারী ছোট ভটচায্'কে বিতাড়িত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে মন্দিরের কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির হস্তক্ষেপে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মা ভবতারিনীর পূজা করতে করতে রামকৃষ্ণ নিজের মাথাতেই ফুল দেন, ভোগ নিবেদন করবার সময় নিজেই ভোগ তুলে খান। মথুরবাবু ওঁর জৈব ক্ষুধা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ওঁকে লছমীবাঈয়ের বাড়ী নিয়ে যান—কিন্তু বৃথাই, রামকৃষ্ণ তাকে মা বলে ডাকেন। রামকৃষ্ণ দাস্যভাবে রঘুবীরের সাধনা অরাম্ভ করেন। মথুর বাবু রামকৃষ্ণের জ্যাঠতুতো ভাই হলধারীকে মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণকে ছত্রিশ জাতের এঁটো পাতা কুড়োতে দেখে হলধারী খেকিয়ে ওঠে, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণ জানায় "যে জীব সেই তো শিব," হলধারী এর কোন প্রতিবাদ করতে পারেন না।

মা চন্দ্রমণি ছেলের জন্যে অস্থির হয়েছেন খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ কামারপুকুর ছুটলেন—সেখানে বিবাহ করলেন সারদামণিকে। মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে বিয়ে উপলক্ষে দশহাজার টাকার সম্পত্তির দলিল দিতে গেলে রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড রেগে ওঠে! "টাকা-মাটি-মাটি-টাকা" বিষয় জ্ঞানশূণ্য রামকৃষ্ণের এই উক্তি হলধারীকে উত্তেজিত করে তোলে, হলধারী বলে বিষ্ণুর ভজনা কর, কালী হলো শশ্মাণ-বাসিনী তামসী রাক্ষসী, এই কথা শুনে রামকৃষ্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে হলধারীকে তাড়া করেন।

মন্দিরের সর্বত্র একটা থমথমে ভাব, ভাগ্নে হৃদয় ছুটে আসে রামকৃষ্ণের কাছে—রামকৃষ্ণ হৃদয়কে বলে "চলেগেলো মায়ের অষ্ট সখির এক সখী—রাণী রাসমণি।" ভৈরবী আসেন দক্ষিণেশ্বরে, তিনি রামকৃষ্ণকে গুরুর মতন তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা দেন। 'দক্ষিণেশ্বরের কর্মচারীদের সামনে তিনি রামকৃষ্ণকে' 'অবতার' বলে ঘোষনা করলেন, শুধু তাই নয় দক্ষিণেশ্বরে বিচার সভা বসলো। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলো রামকৃষ্ণই যে "যুগাবতার!" মা চন্দ্রমণি এলেন ছেলের কাছে, নাঙ্গা সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নির্দেশ মতন সুরু হ'ল রামকৃষ্ণদেবের বেদান্ত সাধন। তোতাপুরী বিস্মিত হন চল্লিশ বছর সাধনা করে তিনি যা পাননি মাত্র তিন দিনের তপস্যায় রামকৃষ্ণ তা পেয়েছেন। তিনি ঘোষনা করলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হলেন—"পরমহংস"।

এরপর তিনি ইসলাম ধর্ম সাধনায় মেতে উঠলেন, শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে বাইবেল শুনতে উৎসাহিত হলেন। তাঁর কাছে কোন ধর্মই ছোট নয়—"যত মত তত পথ," তাই সব পথে আর সব মতে সাধনার জন্যে তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন!

ইতিমধ্যে সারদামণি এসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে—! স্বামীর সাধনার পথে তিনি কোন বাধা হতে চান না। রামকৃষ্ণ এবার এক নতুন সাধনায় মত্ত হন। তিনি গোপনে নিজের স্ত্রী-কে 'মা' বলে পূজো করেন। ভেসে আসে মন্দিরের পূজারতির ঘণ্টাধ্বনি মসজিদের আজান, গীর্জার প্রার্থনা সেই ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরের চূড়ায়-চূড়ায়—আকাশে বাতাসে!

কালী, কৃষ্ণ, খোদা, যীশু এক— "যত মত তত পথ"।

সঙ্গীত

(১)

ইচ্ছাময়ী তারা গো
তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে,
যখন যারে ইচ্ছা কর
হয় নে যাও নয়নে যাও পারে।
একবার মুখে দুর্গা বলে
কালকেতু তোর চরণ পেলে,
কেউ বা যোগ-সমাধি ফলে
পায় না দেখা যুগান্তরে।
শ্রীমন্তে কমলবনে
দেখা দিয়ে যাও শশ্মাণে,
আবার দয়া করে পরক্ষণে
চরণে রেখেছ তারে।
তোমার ইচ্ছা জগৎকল্প
আমার ইচ্ছা অতি অল্প,
শ্রীচরণে দিব তল্প
জীবনের শেষ বাসরে॥

(২)

পিও বধু কমল কোমলে,
(ওগো) রহেনা রস সখা ফুল শুখালে।
থাকিতে সময় লুটো রসময়,
(হায়) বধুঁয়া লুঁট নাও আমায়,
ওগো জানতো, যৌবন ফিরে না গেলে।
এ ফুল নূতন রস নিকেতন,
কি হইবে বধু শুধু রাখিলে।
কে আছ রসিক প্রেমের প্রেমিক
(হায়) বধুয়া,
ওগো লওহে,
(ওগো) লও এ রতন যতনে তুলে॥

(৩)

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে,
তুমি ভুলো না দখিনা কালী
বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে।
যার জন্য মর ভেবে,
সেকি তোমার সঙ্গে যাবে।
মনরে—
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া
অমঙ্গল হবে বলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে
কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে
মনরে—
কালাকালে কর্ত্তা এলে॥

(৪)

আমার তনুযন্ত্র
যে বোল বলিয়া বাজাইয়াছে শ্যাম,
হলো তাই মন্ত্র।
ওগো, সুখ দুখ খেদ-আহ্লাদ
মালিন্য মোহ বিষাদ
এই মতে সুর তিন গ্রাম
তিন নাড়ী তন্ত্র।
তুমি বলো যাই যাই
মোর প্রাণও বলে তাই
কি রাগে বিরাগ হে করিলে
এ কেমন তন্ত্র॥

(৫)

না পোড়াও রাধা অঙ্গ
না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালেরই ডালে।
আমার পোড়া অঙ্গ আর পোড়ায়োনা,
কৃষ্ণ বিরহানলে পোড়া আমি—।
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব,
আমার প্রাণনাথে কারে দিয়ে বা যাব।
সেই আশঙ্কায় আগে মরিব।
তোমরা যতেক সখি থেক মোর সঙ্গে,
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ সর্ব্বঅঙ্গে
ওই কৃষ্ণ নামের নামাবলী
সর্ব্ব অঙ্গে লিখে দিও।
ওই তমালতরু কৃষ্ণময় হয়
অবিরত তনুমন তাহে যেন রয়।
কবহুঁ পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
অরুণ হইব আমি পিয়া দরশনে।
আমি মরে গিয়েও বেঁচে যাবো,
ওই শ্যামচাঁদে নিরখিয়া।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী,
ধৈরজ ধরহ চিতে—
মিলিবে মুরারী।
তোমার প্রাণসখা ফিরে আসিবে,
এ ব্রজে পদরজ দিতে,
প্রানসখা ফিরে আসিবে॥

(৬)

মগে বলে ফারা তারা,
গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
জেনেছি জেনেছি তারা,
তুমি জান মা ভোজের বাজী॥
যে তোমায় যেভাবে ডাকে
তাতেই তুমি হও মা রাজী।
শাক্ত বলে মা তুমি শক্তি,
শিব বলে তুমি শৈবের উক্তি,
সৌরী বলে তুমি সূর্য্য,
মা—
বৈরাগী কয় রাধিকাজী।

(৭ (

প্রাণ সখীরে—
দেখ গগনে আর বেলা নাই
চল সবে ত্বরা করি
আজ মন সাধ মিটাইব
কৃষ্ণ অঙ্গে ফাগ দিব।
ও তোরা কে যাবি আয়রে
হোরি খেলিতে কেশব সনে।
শ্যাম তনু ঘিরে ঘিরে
নাচিব যমুনা তীরে,
কুমকুম আবীর লয়ে
নিকুঞ্জ কাননে।
শ্রীঅঙ্গে আবীর দিব,
মন সাধ পুরাইব,
সবে মিলে চল ত্বরা করি,
শ্যামচাঁদে প্রেম-ফাঁদে ধরি,
আবীর গুলালে খেলি হোরি।
এমন দিন আর আসবে না রে
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশ পাবার মতন,
শ্যাম বামে শ্রীমতীরে,
নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘিরে ঘিরে।
আমরা নাচিব সবাই,
গাইব আর নাচিব সবাই,
আনন্দের সীমা নাই—।
তোরা কে যাবি আয়
হোরি খেলিতে কেশব সনে॥

কথাচিত্রে কথামৃত !

চরিত্রচিত্রণে : **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের**

ভূমিকায় : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥

মথুর : অসীমকুমার॥ গৌরী পণ্ডিত : কমল মিত্র॥ শম্ভু মল্লিক : বিকাশ রায়॥ তোতাপুরী : শিশির মিত্র॥ বৈষ্ণবাচরণ : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়॥ হরি : জ্ঞানেশ মুখার্জী॥ হলধারী : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ভাঁড়ারী : জহর রায়॥ হৃদয় : সমর চট্টোপাধ্যায়॥ অক্ষয় : শঙ্কর দাস॥ রামেশ্বর : বীরেন চ্যাটার্জী॥ রাজারাম : অমরেশ দাস॥ তোরাব : আনন্দ মুখার্জী॥ খাজাঞ্চী : হরিদাস চ্যাটার্জী॥ গোমস্তা : মণ্টু হালদার॥ পণ্ডিত : কালীপদ চক্রবর্ত্তী॥ কর্মচারী : সমরকুমার।

অন্যান্য চরিত্রে : পূর্ণেন্দু মুখার্জী, বিনয় চক্রবর্ত্তী, সোমনাথ দত্ত, সুধাংশু মুখার্জী, বিজয় দেবনাথ, নির্মল দত্ত, শৈল ঘোষাল, সতু মজুমদার, সুজিত বসু, বিষাদবরণ মুখার্জী, শচীন চক্রবর্ত্তী, সুধাংশু গৌতম, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, হাসি মজুমদার, শঙ্কর মুখার্জী, সুধীর দাস, অমল বিশ্বাস, অনিল দাস, সুবল, গৌতম, মুরারী, প্রদীপ, বলাই, নারায়ণ ও আরো অনেকে।

: স্ত্রীচরিত্রে :

রাণীরাসমনি : দীপ্তি রায়॥ ভৈরবী : শিপ্রা মিত্র॥ সারদামনি : সবিতা বসু। চন্দ্রমনি : পদ্মা দেবী॥ লছমীবাঈ : সুলতা চৌধুরী॥ মেজবউ : মেনকা দেবী॥ জগদম্বা : রীতা চ্যাটার্জী॥ সহচরী : লক্ষ্মী হালদার, মুকুলা গুপ্তা, কুমারী পম্পা মিত্র।

প্রযোজনা · শিশির মিত্র ।। পরিচালনা · গুরু বাগচী ।। সংগীত · মানবেন্দ্র

।। বীণা ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত।।

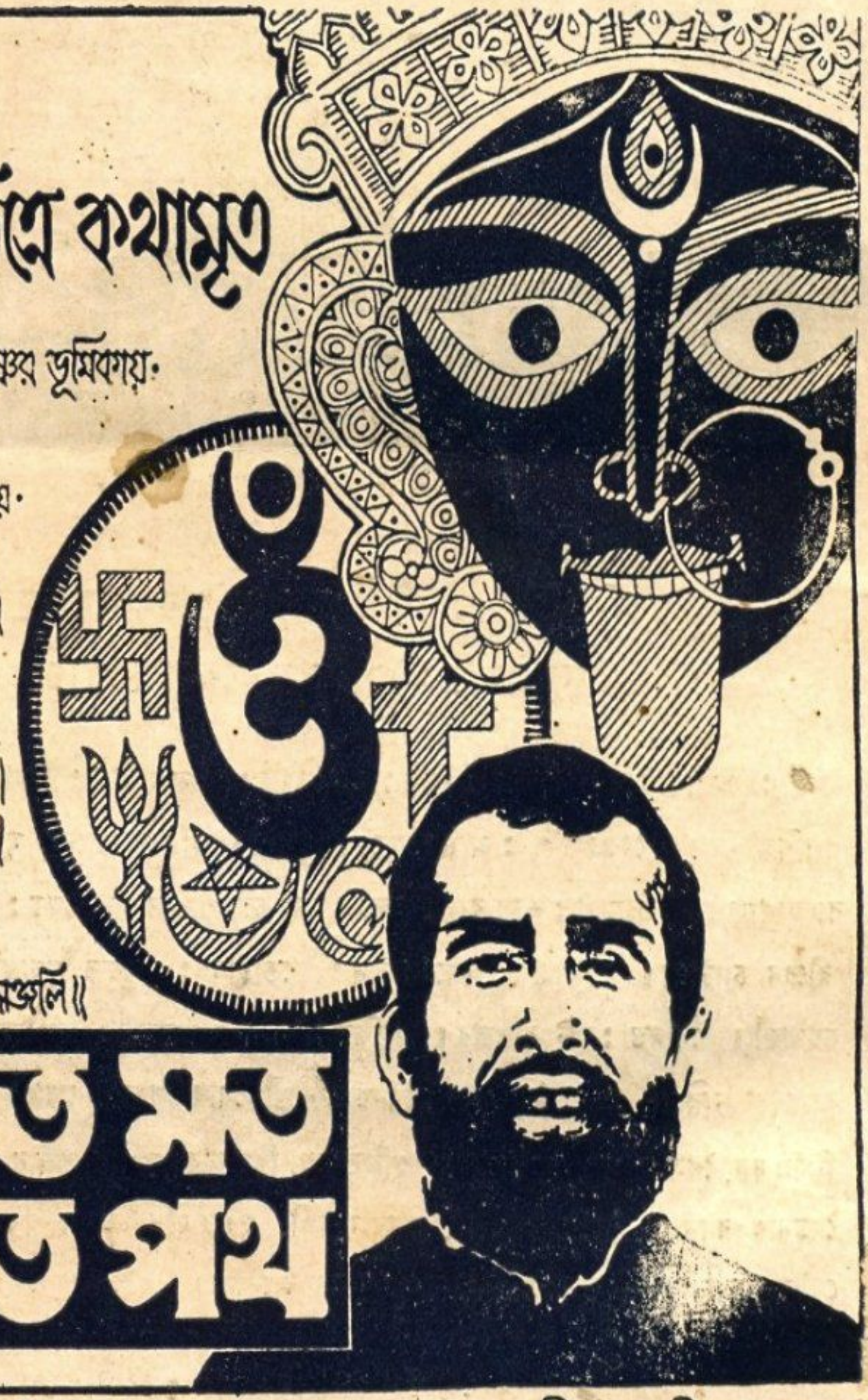

বীণা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণে: ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরনি, কলিকাতা-৭০০০১৩।

* পরিকল্পনা সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন *